(৩৯) পিতা-মাতার জন্যে দোয়া

[নবী করিম (সা.) তাঁর নিজের ও উম্মতের জন্যে পিতামাতার উদ্দেশ্যে এ দোয়া নির্ধারণ করেছেন। হুযূর (সা.) বলতেন, সন্তান পিতামাতার অনুগ্রহের মূল্য দিতে পারে না– যতক্ষণ না পিতাকে গোলামী থেকে মুক্তি না করায়। (তফসীর কুরতুবী, ২০তম খন্ড, পৃ. ২৪৪)।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

(রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৫)

(৪৫) জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া

[নিজ সিদ্ধান্তগুলোতে ঐশী জ্যোতি দেয়ার জন্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখানো হয়েছে।]

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

(রাব্বি যিদ্‌নী ইলমান)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বা-হা : ১১৪)।

ঘুম থেকে উঠার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন নুশূর)। [সহীহ্ বুখারী]

অর্থ: সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

খাবার শুরু করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ۔

(বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্) । [আল মুসতাদরেক আলা সহীহ্ হাইন]

অর্থ: আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এবং আল্লাহ্‌র কাছে বরকত কামনা করে (খাচ্ছি) ।

খাবার শেষের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত্ব'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন) । [আবু দাউদ ও মিশকাত]

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার– যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন ।

হাঁচি দেয়ার পরে দোয়া

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

[টিকা ঃ যখন কারও হাঁচি আসে সে যেন মুখে কাপড় বা রুমাল দিয়ে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে।]

যে ভাই ইহা শ্রবণ করে সে যেন পাঠ করেঃ

আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

যে হাঁচি দেয় সে যখন এই দোয়া শোনে তখন সে যেন বলেঃ

আল্লাহ্ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন
ও তোমার অবস্থা শুধরে দিন। يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

রাত্রে শোবার সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ
وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ
وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ
رَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ
اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ
اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

(১) হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার প্রাণকে তোমার কাছে সঁপে দিয়েছি, আর আমি আমার ধ্যানকে তোমার দিকে নিবদ্ধ করেছি। এবং আমি আমার সব বিষয় তোমার কাছে সঁপে দিয়েছি। তোমার আকর্ষণে ও তোমার ভয়ে আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার আশ্রয়ে সঁপে দিয়েছি (অর্থাৎ আমার অজানা বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল তুমিই)। তুমি ব্যতিরেকে কোন আশ্রয়স্থলও নেই আর নেই কোন উদ্ধারস্থল। তুমি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছ আমি তার ওপর ঈমান এনেছি আর তোমার প্রেরিত নবীর ওপরও ঈমান নিয়ে এসেছি। (মুসলিম কিতাবুয যিক্‌র বাব ইয়াকুলু ইন্দা নাওম)

বিপদাপদ দূর হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاۤءِ وَ
دَرْكِ الشَّقَاۤءِ وَسُوْۤءِ الْقَضَاۤءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاۤءِ

হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুর্যোগের কষ্ট থেকে, দুর্ভাগ্যের কবল থেকে, মন্দ সিদ্ধান্ত থেকে, আর শত্রুর বিদ্রূপাত্মক হাসি-তামাশা থেকে।

(বুখারী)

(৭৫) যান-বাহনে চড়ার দোয়া

[নবী করিম (সা.) যানবাহনে চড়ার সময় এ দোয়া পড়তেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ)]

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝١٣ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝١٤

(সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন-ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন)

তিনি পবিত্র যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না।

আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ : ১৪-১৫)।